‘আর আধা ঘন্টা দেরি করলেই রাজাকাররা আমাকে মেরে ফেলতো’

শওকত আলী

নাগরিক জীবনে Af¨¯— হয়ে গেলে ক’জন আর মাটির কাছাকাছি যেতে চায়? রাত জেগে লিখে লিখে কে আর শুধতে চায় মাটির মমতার ঋণ? সত্তরের পর সায়াহ্নে স্মৃতির ভাঁজে ভাঁজে কে খুঁজে ফেরে শৈশবে ফেলে আসা রূপোলি বিকেলের ঘ্রাণ? কে বলতে পারে ‘আমার কোনো অতৃপ্তি নেই। জীবন যা দিয়েছে তার সবটুকু নিয়ে আমি সুখী’? চেনা গণ্ডিতে এতোটা দুঃসাহসি হতে কাউকে দেখি না বলেই বিস্ময়ে evKi“× হয়ে আমরা শুনে গেছি এক তেজস্বী বৃদ্ধের কথা যার নাম শওকত আলী। বয়স হলেও তিনি বুড়িয়ে যাননি। তাই ব্যাকরণ না মানা অবাধ্য বাক্যটিও আমাদের সামনে তিনি কবিতার মতো করে আওড়ে গেছেন অবলীলায়। এক চিলতে ঘরে মুখোমুখি বসে বুঝিয়েছেন কেন প্রয়োজন ছিল মুক্তিযুদ্ধের। ইতিহাস e¨e‡”Q` করে দেখিয়েছেন– অনিবার্য ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

তার উপন্যাস ও ছোটগল্পে উপজীব্য হয়েছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, যার নুন আনতে cvš—v ফুরোয়। মজুরের মুখ দিয়ে ছুরির ফলার মতো ধারালো কথায় তিনি গালি দিয়েছেন পচে যাওয়া সমাজকে। aŸsm¯—‡ci মধ্যে দাঁড়িয়েও বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন A¯úk¨, অপাঙ্‌ক্তেয়জনদের। পাশাপাশি লিখেছেন Zi“Y-Zi“Yxi প্রেমের কথা। দুঃখ-কষ্ট, ঘৃণা-ভালোবাসার wegZ© রূপটিকে অবয়ব দিয়েছেন শব্দ ও বাক্যের wbcY Kvi“Kv‡h। অসম্ভব শক্তিশালী অথচ প্রচারবিমুখ এই লেখকের মুখোমুখি হয়ে আমরা হয়েছিলাম শিহরিত। আসুন সেই শিহরণ ভাগাভাগি করে নিই। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **শামীম সুফী ও আরিফ খান মিরণ**

২০০০ : *আপনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার gj¨vqb কীভাবে করবেন? c¯weZ একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?*

শওকত আলী : আমাদের সময় বাল্যশিক্ষার প্রথমে থাকত অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। এখন বই আরম্ভ হয় বাক্য দিয়ে। আর অ, আ, ক, খ থাকে বইয়ের শেষে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা একটা মারাত্মক Î“wU। আমার নানা ¸i“gkvB‡qi কাছে পাঠশালায় পড়েছেন। কিন্তু তিনি খুব ভালো বাংলা পড়তে এবং লিখতে পারতেন। কারণ তিনি প্রথমে বাংলা বর্ণমালা এবং স্বরবর্ণের চিহ্নগুলো শিখেছিলেন। এর ফলে যে কোনো জিনিস বানান করে একাই পড়ে ফেলতে পারতেন। তখনকার দিনের এই পদ্ধতিটা এতটাই djcÖ ছিল যে, যারা পাঠশালায় ক্লাস ফাইভ chš— পড়ত, তারাই অবলীলাক্রমে বাংলা রিডিং পড়তে পারত। কিন্তু এখনকার সিস্টেমে যেহেতু ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সেহেতু প্রাথমিক বা প্রাথমিক শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্রদের বাংলা `“ZcV‡bi দক্ষতা লোপ পেয়েছে। যারা এই পদ্ধতির পক্ষে তাদের কথা হল ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া যা-ই বলেন না কেন, সব দেশেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই আমাদের দেশেও এই পদ্ধতি চালু রাখা উচিত। কিন্তু তারা একথা ভুলে যায় যে ওসব দেশের ভাষার ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণ কোনোটারই D”PviY সুনির্দিষ্ট নয়। বি আই এ আর ডি বার্ড এ আই এর D”PviY ‘আ’, বি আই টি বিট এ আই এর D”Pviণ ‘ই’ আবার বি আই টি ই বাইট এ আই এর D”PviY ‘আই’। আবার দেখা যায় কোথাও সি এর D”PviY ‘চ’, কোথাও বা ‘ক’। এই কারণে ওরা বর্ণমালা দিয়ে শুi“ করে না। ïi“ করে বাক্য দিয়ে। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা ভিন্ন। আমাদের ‘ক’ সব সময়ই ‘ক’। সেটা কখনো ‘চ’ বা ‘ব’-এর মতো D”PwiZ হয় না। অতএব আমাদের ক্ষেত্রে ওই পদ্ধতি প্রয়োগ বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।

দুই নম্বর কথা হলো আগের দিনে ম্যাট্রিক chš— সবাইকে সব বিষয় পড়তে হত। সে সময় আমরা f‚‡Mvj, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়েছি। এর ফলে আমাদের বেশ শক্ত একটা ভিত তৈরি হয়েছে। আমাদের যে

বই-ই পড়তে দেয়া হোক না কেন, আমরা সেই বই-ই পড়তে পারি এবং তার গভীরে প্রবেশ করতে পারি। এখন সেটা নাই। তোমাদের বয়েসী বহু ছেলে আমার কাছে আসে। মাঝে মাঝে তাদের সাথে গল্প করতে হয়। তাদের মধ্যে আমি ইতিহাস, f‡Mvj বা এই জাতীয় বিষয়ে জ্ঞানের ছিটেফোঁটাও লক্ষ্য করি না। সে জন্যই আমার মনে হয় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রেই আগেকার দিনের যে শিক্ষা পদ্ধতিটা চালু ছিল, সেটা বেশ ভালই ছিল। সেক্ষেত্রে ক্লাস টেন chš যদি সুসমন্বিত একমুখি একটা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়, সেটা বোধহয় মন্দ হয় না।

২০০০ : *আপনি যা বললেন, ইতিহাস f‡Mvj বা সমাজবিজ্ঞানের জন্য হয়তো বা সেটা ঠিকই আছে। কিন্তু বিজ্ঞান, অর্থাৎ পদার্থ, রসায়ন বা জীববিদ্যা ইত্যাদির মতো ZjbvgjK কঠিন সাবজেক্টগুলো পড়াও কি সবার জন্য eva¨ZvgjK করা উচিত? সবার মেধা তো আর এক রকম নয়। তখন কি দেশে ড্রপ আউটের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাবে না? তাছাড়া আমরা যতই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলি না কেন, বাংলাদেশের সর্বত্র বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, গবেষণাগার, hš¿cvwZ ইত্যাদির অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে দক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষকেরও। এই অবস্থায় গ্রামের অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রদের ওপর জোর করে বিজ্ঞান শিক্ষার জোয়াল চাপিয়ে দিলে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই কি ভেঙে পড়বে না?*

শওকত আলী : হুট করে যে কোনো কিছু চালু করা কখনোই ভালো নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। wPšv ভাবনা করা উচিত। চালু করার আগে দেখে নেওয়া উচিত যে পদ্ধতিটা যথেষ্ট লাগসই কিনা। এখনকার দিনে ক্লাস ফাইভ-সিক্স coqv\ খবরের কাগজ পড়তে পারে না। কিন্তু আগে বিদ্যার দৌড় এতটুকু থাকলেই বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমের বই পড়া যেত। সেজন্য আমার মনে হয় নতুন যে ব্যবস্থাই প্রবর্তন করা হোক না কেন আগে ভাল করে যাচাই-বাছাই করে নেওয়া উচিত।

২০০০ : *মাদ্রাসা শিক্ষা m¤ú‡K© আপনার অভিমত কী?*

শওকত আলী : মাদ্রাসা শিক্ষা m¤ú‡K আমি খুব ভালো জানি না। শুনেছি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় যারা পড়াশোনা করে তাদের একটাই কাজ n‡"Q পুরো কোরআন শরীফটা gL¯' করা। এ সময় অন্য কিছু তাদের পড়তে দেয়া হয় না। এতে নাকি তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এখন কোরআনে হাফেজ হতে গেলে একটা ছেলেকে কমপক্ষে ১৭/18 বছর বয়স chš পড়াশোনা করতে হয়। এই বয়স chš সে পৃথিবীর কোনো খবরই জানতে পারে না। কোরআন শরীফ একটা জ্ঞানের ভাণ্ডার।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ঃ ১৯৩৬ সালের ১২ †de"qvwi।
প্রকাশিত গ্রন্থঃ পঞ্চাশটিরও অধিক।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩), যাত্রা (১৯৭৬), প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪), অপেক্ষা (১৯৮৫), দক্ষিণায়নের দিন (১৯৮৫), কুলায় কালস্রোত (১৯৮৬), ceiwÎ ce¨`b (১৯৮৬), সম্বল (১৯৮৬), ওয়ারিশ (১৯৮৯), উত্তরের খেপ (১৯৯১), বসত (২০০5) ইত্যাদি।
পুরস্কারঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৬৮, হুমায়ুন কবীর স্মৃতি পুরস্কার ১৯৭৮, লেখক শিবির পুরস্কার ১৯৭৮, অজিত গুহ সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮২, ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৬ এবং ১৯৯২, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৯ এবং একুশে পদক ১৯৯০।

দুনিয়ার এমন কোনো বিষয় নাই যা কোরআন শরীফে আলোচনা করা হয়নি। কোনো কিছু না বুঝে বা বোঝার চেষ্টা না করে এ রকম একটা বই শুধু তোতা পাখির মতো gL¯' করে যাওয়ার সার্থকতা কতখানি? তাই আমার মনে হয় মাদ্রাসা শিক্ষা যেটা আছে সেটাকে আরেকটু ঘষামাজা করা উচিত। এর সাথে বিজ্ঞান সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় যোগ করা উচিত।

m¤ú‡`i সাথে শ্রমের m¤úK কী, উৎপাদনের কোন পর্যায়ে শ্রমিককে শোষণ করা হয়, কিংবা পুঁজি, পুঁজিপতি এবং মুনাফার বৃত্তে শ্রমিকের অবস্থান কোথায় তাহলে সে তার উত্তর দিতে পারবে না। সে এসব নিয়ে ভাবেও না। সবকিছু ছেড়ে দেয় অদৃষ্টের ওপর। তাকে গ্রাস করে হতাশা। তার জ্ঞানের স্বল্পতা ব্যর্থ জীবনে তাকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। জাগতিক শোষণের বলয় থেকে বেরিয়ে অজানা লোভের হাত ধরে বেহেশত পাবার আশায় সে নিজেকে wbt‡kl করে ফেলে। সমস্যাটা এখানেই। প্রয়োজন আসলে সঠিক জ্ঞানের। জীবন m¤ú‡K সঠিক দিক নির্দেশনার। এই নির্দেশনাটা নাই বলেই এই ধরনের জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

২০০০ : *১৯৯০-৯৩ সালে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সঙ্গীতের সঙ্গে আপনার গোপন কোনো অভিসার থেকে থাকলেও প্রকাশ্য মাখামাখি তো খুব একটা দেখা যায় না। এমতাবস্থায় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হবার কারণটা কী?*

শওকত আলী : তুমি যেটা বললে সঙ্গীতের সঙ্গে প্রকাশ্য মাখামাখি নাই সেটা যেমন সত্য, তেমনি প্রকাশ্য মারামারিও যে নাই সেটাও সত্য। গান আমি শুনি তবে গাওয়াটা কব্জা করে উঠতে পারিনি। সমঝদার হবার জন্য নিশ্চয়ই শিল্পীর দক্ষতার প্রয়োজন হয় না? কিন্তু তোমার প্রশ্নের আসল উত্তর এটা নয়। আসল উত্তর হল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

এখনকার দিনে ক্লাস ফাইভ-সিক্স coqv\ খবরের কাগজ পড়তে পারে না। কিন্তু আগে বিদ্যার দৌড় এতটুকু থাকলেই বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমের বই পড়া যেত। সেজন্য আমার মনে হয় নতুন যে ব্যবস্থাই প্রবর্তন করা হোক না কেন আগে ভাল করে যাচাই-বাছাই করে নেওয়া উচিত

২০০০ : *বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?*

শওকত আলী : যথাযথ জ্ঞান, তা সেটা ইসলামী জ্ঞানই বলো কিংবা সাধারণ অর্থনীতি, ইতিহাস, f‡M‡j জ্ঞানের কথাই বলো, তার অভাবের কারণেই একটা মানুষ সমাজ সংসারে জঙ্গি হয়ে ওঠে। যে ছেলেটি নিজের পেটে বোমা বেঁধে নিজেকেও শেষ করে অন্যকেও মারে, খোঁজ নিয়ে দেখ তার বেসিক কোনো শিক্ষা-দীক্ষা নেই। সে অজ্ঞ, gL©। আজকের Zi"Y‡K যদি জিজ্ঞাসা করা হয় m¤ú` কী,

আমলে আমি ছিলাম জেলা গেজেটিয়ারের এসিসটেন্ট এডিটর। '৭৪ সালে আমার প্রমোশন পাওনা হয়েছিল কিন্তু সেটা আমাকে দেওয়া হল '৮৯ সালে। প্রমোশন দিয়ে এসোসিয়েট প্রফেসর করল। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান করে পাঠাল। ওখানে জয়েনও করলাম। এদিকে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে তাল-লয়-সুরহীন একটা সংকটের সৃষ্টি হল। কোনো কারণে ছেলেরা অধ্যক্ষকে অফিসে তালাবদ্ধ করে রাখল। সঙ্গীতের সাথে রাগ-অনুরাগের কারণে নয়, gjZ সংকট নিরসনের জন্য

আমার ডাক পড়ল ওখানকার দায়িত্ব নেবার। তবে আমি নিজে সঙ্গীতের মধ্যে না থাকলেও আমার বাড়িতে সঙ্গীতের চর্চা ছিল। আমার ¯¿x ভাল সেতার বাজাতেন। ছোটবেলায় দেখেছি আমার বোনেরা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শিখছে। আমার নিজের রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভাল লাগে। তাছাড়া কিছু কিছু রাগ-রাগিনীর প্রতি `ejZv আছে। এগুলো আসলে ভাল লাগার ব্যাপার। এগুলোর সঙ্গে গায়কী দক্ষতার কোনো ব্যাপার নেই। আমি ওখানে জয়েন করার পর ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, খালিদ হোসেন, সাদী মোহাম্মদ এরা আমাকে খুব আপন করে নিয়েছিল।

২০০০ : বাংলা খুবই সমৃদ্ধ ভাষা। এই ভাষায় যে মানের সাহিত্য চর্চা হয় বা হয়ে আসছে তা বিশ্বের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের সাথে টক্কর দেবার, প্রতিযোগিতা করবার এবং পুরস্কার পাবার যোগ্যতা রাখে। প্রশ্ন হল রবীন্দ্রনাথের পর অনেক ভাল ভাল কাজ হলেও আর কেউ বাইরের কোনো উঁচু মানের পুরস্কার পেল না কেন?

শওকত আলী : আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে যে mg¯Í এক্সপেরিমেন্টগুলো হয়েছিল, সে mg¯Í এক্সপেরিমেন্টাল বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। বাংলা ভাষায় এতো ভালো কাজ আর কেউ করেনি। মারা যাবার পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে নিয়ে একটু আধটু আলোচনা হলেও সে জীবিত থাকা অবস্থায় তাকে নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। কিংবা এই Av³vi“¾vgvb ইলিয়াসের কথাই যদি ধরো, তার বই নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, বিশেষত 'চিলেকোঠার সেপাই' নিয়ে বেশ আলোচনা হতে দেখি, কিন্তু 'খোয়াবনামা' নিয়ে কোনো আলোচনা হতে দেখি না। এই লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। আর, সবদেশেই বোধহয় একটা ইমেজ সৃষ্টির ব্যাপার আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেনুইন যে রাইটিং, সে রাইটিংও খুব জনপ্রিয় হয়। আমাদের দেশে এই ধারার ¯úó কোনো লক্ষণ আমি দেখছি না।

১৯৯৯ সালে লন্ডন হয়ে আমেরিকায় ছেলের কাছে গেলাম। বইয়ের দোকানে ঘুরছি। ছেলে আমাকে একটা বই দেখিয়ে বলল, এটা দেখেছো? বললাম, না। সে আমাকে বইটা কিনে দিল। পড়লাম। পরে জানলাম ওই বইটা তিন বছরে দুই মিলিয়নেরও বেশি বিক্রি হয়েছে। বইটার নাম 'এঞ্জেলাস এ্যাশেস'। বইটার মধ্যে শুধু দারিদ্র্য আর দারিদ্র্যের wei“‡× সংগ্রামরত একটা আইরিশ পরিবারের কথা বলা হয়েছে। সেক্স, ভায়োলেন্স কিছু নাই। লন্ডনে ফেরার পথে আমার ভাইয়ের ছেলে আমাকে দেখিয়েছে বিরাট একটা বিলবোর্ডে 'এঞ্জেলাস এ্যাশেস'-এর বিজ্ঞাপন।

আমাদের এখানে mPbvUv I কিন্তু ভাল হয়নি। এখানে একটা এলিট সোসাইটি আছে। কোলকাতাতেও সাহিত্য রচিত হত এলিট সোসাইটিকে কেন্দ্র করে। অদ্বৈত মল্ল বর্মণ লিখল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। ওকে নিয়ে আলোচনা হলো ও মারা যাবার বহুদিন পর। বইটাই তো ‡ei“j ও মারা যাবার তিন বছর পরে। আমরা আলোচনা করতে গিয়ে দেখি বাংলাদেশের এই অঞ্চলের জনজীবনের বর্ণনা তারাশংকরের লেখাতে যেমন আছে, অদ্বৈত মল্ল বর্মণের মধ্যেও আছে। তো এ ধরনের জেনুইন লেখা যেগুলো n‡”Q, সেগুলো আমাদের নজরে আসছে না। সেটা আমাদের সবার ব্যর্থতা। লেখকদের ব্যর্থতা। সমালোচকদের ব্যর্থতা। এর সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তাদের সবার ব্যর্থতা। আমরা ভালো কাজের প্রশংসা করতে জানি না। ভালো সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার আগ্রহ বা B”Qv কোনোটাই আমাদের নেই। এই সংকীর্ণতাই আমাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। আরেকটা ব্যাপার n‡”Q আমাদের লেখকদের মধ্যে বোধহয় একটু জনপ্রিয়তার মোহ আছে। জনপ্রিয়তার মোহে সিরিয়াস ধরনের লেখায় মনোনিবেশ না করে তারা মামুলি বিষয় নিয়ে চটুল কথায় কিসসা রচনা করে চলে। এর প্রভাব পড়ে সত্যিকার ভাল লেখার ওপর। ওগুলো থেকে যায় অজানা।

২০০০ : এই যে জনপ্রিয়তার কথা আপনি বললেন, আমেরিকায় সেক্স-ভায়োলেন্স ছাড়া একটা বইও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আর এখানে সেক্স না মেশালে বা হালকা চটুল কথা না বললে একটা লেখা জনপ্রিয় n‡”Q না। এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

শওকত আলী : এটা আসলে পাঠকের সমস্যা। আমাদের পাঠকেরা মানসিকভাবে অতখানি সমৃদ্ধ নয়। যে কারণে ডিটেকটিভ বই পড়তে মানুষের যতটা আগ্রহ দেখা যায়, সিরিয়াস ধরনের বই পড়তে ততটা আগ্রহ দেখা যায় না।

২০০০ : এখানে ভাষার কাঠামোর কী কোনো প্রভাব আছে? যেমন ai“b বঙ্কিমের লেখায় হাস্যরসের `¦ÍvŠ উপাদান থাকত, কিন্তু সে আবার কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করত। রবীন্দ্রনাথ এসে ভাষাটাকে নরম করে দিল। ইদানীংকালে ûgvqb আহমেদ ভাষায় সহজ শব্দের ব্যবহারে আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে শক্ত কথাগুলো চটুল ভাষায় বলা ïi“ করল। উপন্যাসের বহুল প্রচারিত ভাষারীতিকে ভেঙে ফেলে একটা নতুন ধরনের সহজবোধ্য কথনরীতি ïi“ করায় পাঠক তুমুল ভাবে ûgvqb আহমেদকে গ্রহণ করল। কিন্তু এর ফলে যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা gj বক্তব্য তার গাম্ভীর্য nvi‡”Q, তা কিন্তু নয়।

শওকত আলী : লেখার যে জগতটা লেখক তৈরি করতে Pv‡”Qb, সে জগতটার ভাষা হওয়া উচিত বিষয়ের সঙ্গে m½wZcY©। এক্ষেত্রে পাঠকের উপর তার প্রতিক্রিয়া AšZ আমার নিকট ধর্তব্য নয়। 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'-এ আমি লেখকের এই দায়িত্বটা পালনের চেষ্টা করেছি। খুব কঠিন কঠিন এবং অপ্রচলিত বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই gj সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ রূপটি এড়িয়ে আদিরূপটি অবিকৃত অবস্থায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। কারণ আমার লেখার বিষয়বস্তু আধুনিক কাল নয়। নায়ক-নায়িকা লক্ষ্মণ সেন-বখতিয়ার খলজীর আমলের। আমার কাছে মনে হয়েছে এই যুগটিকে যদি আমি সার্থকভাবে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে চাই, তাহলে ভাষাটিকেও হতে হবে যুগটির মতই পুরনো। তাই পুরনো ভাষারীতি প্রয়োগ করেছি। এখানে যদি আমি আধুনিককালের ভাষারীতি ব্যবহার করতাম, তাহলে পাঠক হয়তো তৃপ্তি পেত, কিন্তু আমি তৃপ্তি পেতাম না।

২০০০ : তাহলে ক্রিয়াপদগুলো চলিত হল কেন?

শওকত আলী : আমার লেখার বিষয়টা যদিও সমকাল নয়, তথাপি সমকালীন ev¯—eZv আমি অস্বীকার করতে পারি না। বঙ্কিমের সময় যখন 'করিয়াছি', 'খাইয়াছি' লেখা হত, তখন কী কথ্য ভাষাতেও ওরা ওভাবেই বলত? বলত না। তাই একদিকে আমি যেমন সেই সময়ের একটা আবহ তৈরি করতে চেয়েছি, অন্যদিকে ক্রিয়াপদগুলোকে চলিত ভাষায়

আমরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। ট্রেনিং নেব, যুদ্ধ করব এবং যুদ্ধে জয়ীও হব। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় নিয়ে আমাদের কখনো কোনো সন্দেহ ছিল না। আমরা জানতাম, 'সাড়ে ৭ কোটি বাঙালিকে A‡¯¿i মুখে দাবিয়ে রাখা যাবে না'

লিখে পাঠককে Avk¯ করতে চেয়েছি এই বলে যে এটি পুরোপুরি সেকেলে নয়। তবে সাহিত্যের একটু শক্তরূপের দিকেও তোমার একটু নজর ফেরানো দরকার, সেটি পাঠককে জানান দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য ছিল।

২০০০ : ৫০-এর দশকে সাহিত্য চর্চা এবং রাজনীতি চর্চা প্রায় একই ধারায় চলেছে এবং কখনো কখনো এ দুটোর মধ্যে মেশামিশিও ছিল। আজকের দিনের রাজনীতিতে কিন্তু সাহিত্যের কোনো যোগ নেই। শুধু সাহিত্য কেন বলব, ভাল কোনো কিছুরই যোগ নেই। এখনকার রাজনীতি mšÍvm নির্ভর রাজনীতি। এই বিচ্যুতির কারণ কী?

শওকত আলী : এই বিচ্যুতি আসলে ïi“ হয়েছে মুনায়েম খানের সময় থেকে। তার পোষা ক্যাডার বাহিনী ছিল। তারা এক সময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা নারী ধর্ষণের পর হত্যা করে ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে রেখে যেত। এই ক্যাডার বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল gjZ রাজনীতির মাঠে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। সুতরাং যদি বিচ্যুতির g‡ji খোঁজ করি আমরা তাহলে স্বাধীনতা যুদ্ধের c‡ei সময়েই এদেশের রাজনীতিতে তার বীজ খুঁজে পাব। কিন্তু সেটি যেহেতু cwK¯vb আমল, তাই তার কথা আমি বাদ দিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তুঙ্গ সময়ে সব দেশপ্রেমিক বাঙালির মধ্যেই ছিল B¯úwZ দৃঢ় একতা। তখনও আমাদের পদস্খলন ঘটেনি। যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরে যখন মোটামুটি সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসতে ïi“ করেছে, স্কুল-কলেজ খুলে গেছে এবং ক্লাস ïi“ হয়েছে, সে সময় একদিন পাটুয়াটুলির iv¯vq আমার দু'তিনজন ছাত্রকে A¯ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাদের বললাম, তোমরা এখানে কি করছ? ক্লাস করতে চল। ওরা বলল- না স্যার, আমাদের দেরি হবে। আমরা এলাকা পাহারা w`w”Q। কেননা প্রতিদিনই তালা ভেঙে চুরি n‡”Q, ডাকাতি n‡”Q, দুর্বৃত্তরা দোকানপাট লুট করে নিয়ে hv‡”Q।

তার পরপরই জানুয়ারি মাসে A¯ জমা দেওয়ার আদেশ দেয়া হল। এর ক'দিন পর থেকে ওদের আর দেখতে পেলাম না। শুনলাম ওরা বিদেশে চলে গেছে। এর মধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। তখন টেলিভিশনে চাকরি করত বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমানের ছোট ভাই †gv¯wdRi রহমান। ওর ¯x বোধহয় গানের জন্য এবার একুশে পদক পেল। শুনলাম cwK¯v‡bi দালাল আখ্যা দিয়ে মুক্তিবাহিনীর লোকজন তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তার অপরাধ ছিল যুদ্ধের সময়টাতেও সে চাকরি করেছে। পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাগুলো আমাকে খুব ভাবাল। বিজয়ের পর থেকেই এই যে একটার পর mšÍvmx ঘটনা ঘটে চলেছে, এর পিছনে কারা রয়েছে? যারা এসব করছে তারা কী আদৌ মুক্তিযোদ্ধা ছিল? পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে ঘোলাটে লাগত। এই পরিবর্তন তো হওয়ার কথা ছিল না। আসলে আমার মনে হয় বাংলাদেশে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ïi“ nq সেই সময়টা থেকেই। একদল মানুষ, যাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনো কালেই ছিল না, যুদ্ধের পর তারাই হঠাৎ করে হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা। আবার সুযোগ পেলে তারাই করতে লাগল লুটপাট। লুটপাটকে জায়েজ করবার জন্যই তারা রাজনীতিকে, দলীয় পরিচয়কে ব্যবহার করতে লাগল। রাজনীতির মধ্যে যা কিছু ভালো ছিল, তার সবটুকু পচে নষ্ট হয়ে গেল। যার দুর্গন্ধ এখনো আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই টের পাই।

২০০০ : এর পিছনে ব্যর্থতাটা কার?

শওকত আলী : আমাদের সকলের ব্যর্থতা। সামগ্রিক ব্যর্থতা। কারো একার ব্যর্থতা নয়। কেউ কেউ এসবের জন্য ঢালাওভাবে শেখ মুজিবকে দায়ী করে। কিন্তু শেখ মুজিবকে এককভাবে যারা দায়ী করে, তারা আসলে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই তাকে দায়ী করে। শেখ মুজিবের চোখের আড়ালে এমন অনেক কিছুই ঘটছিলো যার mvú‡K তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না এবং ওয়াকিবহাল থাকা তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

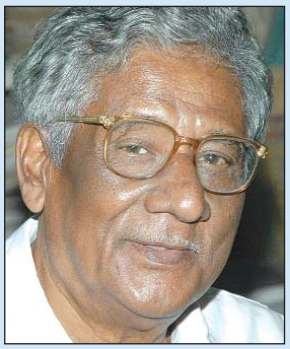

আজকের Zi“Y‡K যদি জিজ্ঞাসা করা হয় mvú` কী, mvú‡`i সাথে শ্রমের mvúK কী, উৎপাদনের কোন পর্যায়ে শ্রমিককে শোষণ করা হয়, কিংবা পুঁজি, পুঁজিপতি এবং মুনাফার বৃত্তে শ্রমিকের অবস্থান কোথায় তাহলে সে তার উত্তর দিতে পারবে না। সে এসব নিয়ে ভাবেও না। সবকিছু ছেড়ে দেয় অদৃষ্টের ওপর। তাকে গ্রাস করে হতাশা

২০০০ : মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা বলুন।

শওকত আলী : মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোর খানিকটা আঁচ আমি আমার উপন্যাস 'যাত্রা'য় দেবার চেষ্টা করেছি। এছাড়া আরো কিছু ছোট গল্প লিখেছি মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী সময় নিয়ে। পঁচিশ মার্চ রাতে ঢাকায় ওরা গণহত্যা চালাল। যাকে পারল, তাকেই হত্যা করল। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল ঘরবাড়ি। নারকীয় উল্লাসে ধর্ষণ করল মেয়েদের। নির্মম, অবিশ্বাস্য পাশবিকতায় এক রাতের মধ্যেই রচিত হলো হাজার হাজার মানুষের কবর।

আমি তখনো হাটখোলার এই বাড়িতে উঠিনি। আজিমপুরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি। ২৭ মার্চ আমরা বাড়ি ছেড়ে পালালাম। আমার সঙ্গে ¯x এবং ছেলেরা। আমরা গেলাম বিক্রমপুরে। ঘরছাড়া বহু মানুষের সঙ্গেই পথে দেখা হলো। নারী-শিশু ও বৃদ্ধের কষ্টের শেষ নেই। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় শিশুরা কাঁদছে। মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। দুর্দিনে ক্রন্দনরত শিশুকে দুধ দিতে সে বড়ই অপারগ। ঢাকার বাতাসে লাশের গন্ধ। জনমনে চাপা আতঙ্ক।

যারা cvjw”Qj তারা যুদ্ধ জেতার তাৎক্ষণিক স্ট্র্যাটেজির কারণেই cvjw”Qj। পথের মধ্যে আমি এমন কাউকে পাইনি যারা মনে করেনি এই পাশবিকতার জবাব দেওয়া দরকার। আমাদের উপলব্ধিতে প্রতিরোধের চেতনা তখনই জেগে উঠেছিল। সবার চোখেমুখে দৃঢ় প্রত্যয়। আমরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। ট্রেনিং নেব, যুদ্ধ করব এবং যুদ্ধে জয়ীও হব। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় নিয়ে আমাদের কখনো কোনো সন্দেহ ছিল না। আমরা জানতাম, 'সাড়ে ৭ কোটি বাঙালিকে A‡¯i মুখে দাবিয়ে রাখা যাবে না'। আমরা বিশ্বাস করতাম, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে হলেও বাংলার স্বাধীনতা আসবেই।

যুদ্ধে যোগ দিতে সবার আগে এগিয়ে এল স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির ছাত্ররা। তারা ট্রেনিং নিল। যারা বিভিন্ন mk¯ বাহিনী থেকে পালিয়ে ছিল, তাদের কাছে ছাত্ররা ট্রেনিং নেয়া ïi“ করল। ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধ ïi“ হল। আমার মনে আছে একটা M“‡ci সঙ্গে শাহাদত চৌধুরীও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষের দিকে ঢাকায় যে অপারেশনগুলো nw”Qj, সেগুলোর সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। শেখ সাহেব বাজারের গলির ভেতর একদির তার সঙ্গে দেখা হল। খুব বেশি কথা হল না। চোখের ইশারায় আমাকে জানাল, পরে কথা বলব। যুদ্ধের সময় পরে আর কথা হয়নি। কিন্তু আমি জানি কী কথা ওই Zi“Y‡`i A¯ বলেছে হায়েনাদের সঙ্গে। ওই Zi“Y‡`i A‡¯i গান আমাদের কানে তখন মধু বর্ষণ করত।

২০০০ : মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার কখনো জীবন সংশয় হয়েছিল?

শওকত আলী : ২৭ মার্চ ঢাকা থেকে সপরিবারে পালিয়ে গ্রামে গেলাম। দু/তিন মাস গ্রামেই কাটালাম। পরে ঢাকা ফিরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে ïi“ করি। ১৩ ডিসেম্বর আমি একটা আঁচ পেলাম যে, একটা বেশ বড় কিছু ঘটতে hv‡”Q। ভয়ঙ্কর একটা নীল নকশা ev¯

evq‡b রাজাকার-আলবদরেরা কাজ করছে। পরের দিন ¯x-পুত্রদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের নিয়ে আমি আবার গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। ঢাকায় ফিরলাম ১৮ ডিসেম্বর cwK¯wb‡`i আত্মসমর্পণের পর। ফেরার পর আমি প্রথম যে কথাটা শুনলাম সেটা হল ১৪ ডিসেম্বর আমি যদি আর আধ ঘন্টা দেরি করতাম তাহলে রাজাকাররা আমাকে মেরে ফেলত। আমি বেরিয়ে যাবার পরেই ওরা এসেছিল খোঁজ করতে প্রফেসর শওকত আলী কোথায়? ওদের বলা হল উনি তো এখানে থাকেন না। তারা জানাল, উনার বাসা যে অন্য জায়গায় তা আমরা জানি। বর্তমানে যে উনি এখানে তার সম্বন্ধির বাড়িতে বাস করছেন সেটাও আমরা জানি। বলুন উনি কোথায়? পাড়ার লোকজন আমার কথা জানে না বলাতে ওরা তালা ভেঙে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। আমাকে না পেয়ে পরে হতাশ হয়ে চলে গেল। আমার ওপর রাগ ওদের আগে থেকেই ছিল। cwK¯v‡bi পক্ষে সাফাই গাইবার জন্য cwK¯vb রেডিও থেকে আমাকে AvgšY জানানো হয়েছিল। আমি প্রকাশ্যে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এটাও আমাকে মারতে চাওয়ার অন্যতম কারণ।

২০০০ : আজ এই ২০০৬ সালে এসে মুক্তিযুদ্ধকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

শওকত আলী : মুক্তিযুদ্ধটা খুব দরকার ছিল। তখন বুঝিনি, এখন বুঝি। সাম্রাজ্য রাষ্ট্র ফিউডালিজমের পরেও দাঁড়িয়ে থাকে। ইউরোপের ইতিহাসে দেখেছি mvgšZš টিকতে পারছে না, সাম্রাজ্য রাষ্ট্র ভেঙে hv‡"Q। তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত n‡"Q জাতি রাষ্ট্র। প্রথম মহাযুদ্ধ নাগাদ ইউরোপে আর কোনো সাম্রাজ্য রাষ্ট্র নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় জাতীয়তার একটা আন্দোলন ïi" হয়ে গেল। ফিউডালিজম আর রাখা hv‡"Q না। প্রশ্ন উঠল এত বড় বড় সাম্রাজ্য যদি জাতি রাষ্ট্রের পর্যায়ে চলে যায়, টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাহলে ক্যাপিটালিস্টদের কী হবে? বাঙালিরা যদি এক রাষ্ট্র তৈরি করে, পাঞ্জাবিরা একটি, সিন্ধিরা একটি, কাশ্মীরিরা একটি- যদি এভাবে জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হতে থাকে, তাহলে ক্যাপিটালিস্টদের দালাল যারা, যারা শোষণ করছে তাদের স্বার্থ কীভাবে রক্ষিত হবে? তাই সাম্রাজ্য রাষ্ট্র আগের মতো না থাকলেও এই রাষ্ট্রের কাঠামোটা যেন ঠিক থাকে, এই উদ্দেশে তারা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটালো। বলা হলো, অখণ্ড ভারতে হিন্দুরা মুসলমানদের নির্যাতন করছে। অতএব আলাদা cwK¯vb রাষ্ট্র প্রয়োজন। আলাদা cwK¯vb রাষ্ট্রের দাবির পক্ষে তখন '৫২ সালের ভাষসৈনিকেরাই কাজ করেছে। সেই আব্দুল মতিন, গাজিউল হক, এম অর আখতার মুকুল। পরে যখন cwK¯vb প্রতিষ্ঠিত হল তখন তারা মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথ গরম করে তুলল। শহীদ হলো কত তরতাজা প্রাণ! বাঙালি কিন্তু সেই শোষিত নির্যাতিতই থেকে গেল। ভাষা, সংস্কৃতি আর `i‡Zi বিরাট ব্যবধানই আমাদের মধ্যকার শোষিত-শোষক m¤úK জিইয়ে রেখেছিল। এই m¤úK অনিবার্য ছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ ছিল না। তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করা তার সবগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা সেটা এক কথায় বলা সম্ভব নয়।

২০০০ : আপনার লেখায় দেশ বিভাগের কথা ঘুরে ফিরে আসে। 'বসত' এবং 'ওয়ারিশ' দেশ বিভাগের cUfwgKvq লেখা আপনার দুটি চমৎকার উপন্যাস। দেশ বিভাগ নিয়ে কেন আপনার এত স্মৃতিকাতরতা?

শওকত আলী : আমার জন্ম দিনাজপুর জেলায়। দিনাজপুর খুব বড় জেলা ছিল। দেশ বিভাগের সময় আমাদের অংশটা পড়ল ভারতের দিকে। ওখানে আমাদের ২০/২৫ বিঘার মতো জমি ছিল। সেগুলো বর্গাচাষ করানো হতো। এছাড়া আমার বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। আর আমার মা শ্রীরামপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা করেছিলেন। তিনি স্থানীয় একটি হাইস্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। মা যখন '৩৯ সালে শ্রীরামপুর যান, তখন আমিও তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স চার বছরের মতো। ওখানকার মিশনারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলে আমাদের আর সেখানে থাকা হল না। দেশে চলে এলাম। আমার বাবা cwK¯vb চাননি। মা আবার cwK¯v‡bi পক্ষে ছিলেন। আমাদের বাসায় একই সঙ্গে দুটো K¨v¤ú ছিল। একটা পwK¯vb K¨v¤ú, আরেকটা অখণ্ড ভারত K¨v¤ú। অখণ্ড ভারত থেকে we"Qb হয়ে একটা নতুন দেশ cwK¯vb হবে কিনা সেই wm×vš নেবার জন্য ১৯৪৬ সালে শুধু মুসলমানদের নিয়ে একটা গণভোটের আয়োজন করা হয়। গণভোটে বাংলা অঞ্চলের শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান cwK¯v‡bi পক্ষে ভোট দিল। পাঞ্জাবে cwK¯v‡bi পক্ষে পড়েছিল ৪৫% ভোট। অন্যান্য অঞ্চলে কোথাও ৩০ কোথাও ৪০ শতাংশ ভোট cwK¯v‡bi পক্ষে পড়ল। gjZ এই বাংলার ভোটেই টোটাল ৬০-৪০ মেজোরিটিতে cwK¯vb গঠনের wm×vš হয়েছিল। '৪৭ সালে দেশ ভাগের পর মুসলমানেরা দেশ ত্যাগ করে এপারে চলে এলেও আমরা ওখানেই থেকে গেলাম। নানা কারণেই থাকতে হয়েছিল। প্রথমে তো আমার মা cwK¯v‡bi পক্ষে ছিলেন কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি আমাদের বলে যান তোমরা cwK¯v‡b যেও না। মা মারা যান '৪৯ সালে। তখন রেডিও খুললেই শোনা যেত-'জঙ্গে মীর, মর্দে মুজাহিদ' গান। আমার মা এ রকম cwK¯vb চাননি। তিনি মনে করেছিলেন cwK¯vb হবে একটা MYZwšK রাষ্ট্র। কিন্তু রেডিওতে প্রচারিত কথাবার্তাতেই টের পাওয়া যেত এটা একটা গোঁড়া মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হতে hv‡"Q। পেশেন্টরা সব এদিকে চলে আসায় বাবার প্রসার ততদিনে যথেষ্ট কমেছে। আরো নানা ধরনের সমস্যা– যেটাকে মাইনরিটি অপ্রেশন বলা হয়, সেগুলোর মুখোমুখিও আমাদের হতে nw"Qj। '৫১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলাম। ২১ জন ছাত্রের মধ্যে আমরা মাত্র চারজন ছিলাম মুসলমান ছাত্র। পরীক্ষা পাসের পর আর ওদিকে থাকা গেল না। বাবা ওখানেই থেকে গেলেন। আমার ওপর আমার ভাইবোনদের দায়িত্ব চাপিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন cwK¯v‡b। আমার বয়স তখন ১৬/১৭। এদিকে এসে আমি বাড়ি কিনলাম। ভাই-বোনকে নিয়ে সেই বাড়িতে উঠলাম। আমার 'বসত' উপন্যাসে এই কথাগুলো এসেছে। বসত অনেকটাই সত্যকাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা। ওতে রায়হানের যে চরিত্রটি আছে সেটি gjZ আমার। তবে উপন্যাসের ¯úk দেওয়ার জন্য সেখানে কিছু ফিকশনেরও অবতারণা করা হয়েছে। নায়িকাটি কল্পিত। সে যা-ই হোক, জীবনের ïi"i বছরগুলোতেই মাটির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা হয়। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও গড়ে ওঠে নিবিড় m¤úK। জীবনের প্রথম বোধ, প্রথম উপলব্ধি সবকিছুই ঘটে gvZfwg‡K কেন্দ্র করে। সেই gvZfwgi সঙ্গে m¤úK ছেদ করে m¤úY নতুন একটা দেশকে আপন করে নেওয়া

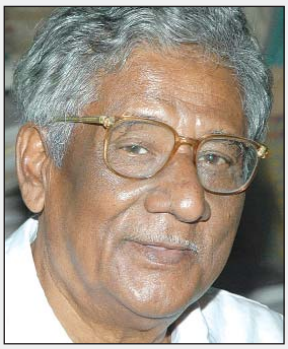

gvZfwgi সঙ্গে m¤úK ছেদ করে m¤úY নতুন একটা দেশকে আপন করে নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। যে বেদনা বুকের গহিনে খরস্রোতা নদীর মতো বয়ে চলে তার তুলনা খুঁজতে যাওয়াও বোকামি। হয়তো এ কারণেই ঘুরে ফিরে আমার লেখায় দেশ বিভাগের কথা উঠে আসে

চাট্টিখানি কথা নয়। যে বেদনা বুকের গহিনে খরস্রোতা নদীর মতো বয়ে চলে তার তুলনা খুঁজতে যাওয়াও বোকামি। হয়তো এ কারণেই ঘুরে ফিরে আমার লেখায় দেশ বিভাগের কথা উঠে আসে।

২০০০: যৌবনে কারো প্রেমে পড়েছিলেন?

শওকত আলী : আমাদের ওসব ভাবার কোনো সময় ছিল না। কলেজে দেখতাম আমার বন্ধু-বান্ধবেরা প্রেম করছে, কিন্তু আমি ওসবের সুযোগই পাইনি। তাছাড়া সে সময় আমি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। সে সময় ওটাই ছিল প্রগতিশীলদের দল। তো প্রেম না করার পেছনে রাজনীতিরও বোধ হয় একটা fwgKv আছে।

২০০০ : সমাজ ও মানুষের কাছে লেখক ও শিল্পীর দায়বদ্ধতা কী? নান্দনিকতার সঙ্গে এর কোনো কাটাকাটি আছে কী?

শওকত আলী : না, নান্দনিকতার সঙ্গে দায়বদ্ধতার কোনো কাটাকাটি নেই। যে লেখক হৃদয়ের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করেন এবং হৃদয়ের দাবি আদায়ের জন্য আত্মপ্রকাশ করেন তিনি অবশ্যই জীবনের কথা বলবেন– সেটাই তার দায়বদ্ধতা। এটা কোনো আলাদা জিনিস নয়। একজন লেখক জীবনের সঙ্গে যতখানি নিবিড় হয়েছেন তার লেখায় ততখানি জীবনবোধের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। যে ভদ্রলোক ক্লাবে যান, মদ খান, মাতলামি করেন, মেয়েদের সঙ্গে নাচানাচি করেন এবং সেসব নিয়ে লেখেন, তিনি আসলে কোনো জীবনের কথা লেখেন না। এই জীবন সমাজের সমগ্রতার প্রতিনিধিত্ব করেন না। তাই লেখার সময় আপনাকে ভালো-মন্দ নিয়েও ভাবতে হবে। আপনার লেখা যেন মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত না করে।

২০০০ : আপনার লেখার পেছনে অণুপ্রেরণা কে?

শওকত আলী : কেউ না, আমি নিজেই নিজের অনুপ্রেরণা।

২০০০ : প্রথম লেখা কবে ছাপা হয়?

শওকত আলী : প্রথম যে লেখাটি ছাপা হয়েছিল, সেটি একটি প্রবন্ধ। নাম ছিল- 'bRi"‡ji কবিতা'। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে সদ্য ভর্তি হয়েছি। অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ জিসি দেব (শহীদ বুদ্ধিজীবী)। একটা প্রতিযোগিতা হল। ডিগ্রির ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিল। সবাইকে ডিঙিয়ে আমার লেখাটা প্রথম হলো। প্রথম হবার পর শিক্ষকেরা আমার প্রতি †KŠZnjx হয়ে উঠলেন। মাসিক একটা সাহিত্য পত্রিকা বের হত, তারা লেখাটা সেখানে ছাপানোর ব্যবস্থা করলেন। আর আমার দ্বিতীয় লেখাটা ছাপা হয়েছিল কোলকাতার একটা ম্যাগাজিনে। সেটা ছিল কবিতা। মজার ব্যাপার n‡"Q পরে কিন্তু কবিতা বা প্রবন্ধ কোনোটা নিয়েই আমি খুব বেশি মাতামাতি করিনি।

২০০০ : জীবনে সবচেয়ে সুখের ঘটনা কোনটি?

শওকত আলী : পুরো জীবনটাই সুখের। আলাদা করে কোনো সুখের ঘটনা নেই।

২০০০ : তৃপ্ত? সন্তুষ্ট? যা চেয়েছিলেন তা-ই পেয়েছেন?

শওকত আলী : হ্যাঁ, যা চেয়েছিলাম, প্রায় তার সবই পেয়েছি।

২০০০ : আপনার কী পৃথিবীতে বার বার ফিরে আসতে B"Qv করে? মনে হয় যে, যে জন্মটা গেল এতে আপনার সবটুকু চাওয়া-পাওয়া শেষ হয়নি, অতৃপ্তি রয়ে গেছে?

শওকত আলী : হ্যাঁ, আমার কাজে অতৃপ্তি রয়ে গেছে। যে সব কাজ করা দরকার ছিল, তার সবগুলো আমি করতে পারিনি। সেজন্য সক্ষম শরীর নিয়ে যদি দীর্ঘদিন বাঁচতে পারতাম, তাহলে ভাল হত।

২০০০ : এর জন্য কী পৃথিবীতে আরো একবার আসতে চান?

শওকত আলী : না পুনর্জন্মে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু সক্ষম অবস্থায় আরো দীর্ঘদিন বাঁচতে চাই।

২০০০ : পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না, সেটা কী নিজের বিশ্বাস থেকে, নাকি ইসলাম বিশ্বাস করতে বারণ করে বলে করেন না?

শওকত আলী : ইসলাম m¤ú‡K আমি বেশি জানি না। আমার কাছে কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা আছে, তাফসীর আছে, অন্যান্য বই পত্রও আছে। পড়েছি। আবার হিন্দুদের বেদ না পড়লেও ভগবত গীতা এবং খ্রীস্টানদের বাইবেল পড়েছি। বৌদ্ধদের বই পত্রও কিছু পড়েছি। আমার মনে হয়েছে সবগুলো ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই মিল আছে। সর্বমোট নবী এসেছেন ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ চব্বিশ হাজার। একই নবীকে আমরাও নবী বলছি আবার খ্রীস্টানরাও নবী বলছে। সেই জন্য পুনর্জন্ম বা অন্যকোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমার কাছে মানব জনমটাকেই মুখ্য বলে মনে হয়। মানুষের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সাদা-কালো ইত্যাদি কোনো ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। এই জীবনে করার মতো অনেক কাজ রয়েছে। শুধু নিষ্কর্মা বসে থাকা বা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে চলাটা মানুষের কাজ হতে পারে না। তাকে সৃজনশীলতার দায় বহন করতে হবে। সৃজনশীলতার সেই দায় থেকেই আমি হয়ে উঠেছি লেখক। অন্য কেউ হয়েছে চিত্রশিল্পী। কেউবা হয়েছে গায়ক। ক্রমাগত সৃষ্টির D"Qvm দিয়ে আমরা শোধ করে চলেছি জন্মের ঋণ।

২০০০ : দুঃখের ঘটনা?

শওকত আলী : কষ্ট পেয়েছি gvZfwg ত্যাগ করে আসার সময়, মাকে হারানোর সময়, আমার ¯x‡K হারানোর সময়।

২০০০ : ¯x‡K হারিয়েছেন ক'বছর হল?

শওকত আলী : '৯৬ সালে। প্রায় দশ বছর হতে চলল।

২০০০ : আপনার জীবন যাপনের দর্শন কী?

শওকত আলী : আমার দর্শন n‡"Q নিজের উপার্জনে খাব আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাব। বিশেষত তাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করব।

২০০০ : কোনো মজার অভিজ্ঞতা আছে?

শওকত আলী : '৪৬ সালে cwK¯vb প্রশ্নে গণভোটের আয়োজন করা হলো। cwK¯v‡bর বিপক্ষে যারা তারা তাদের পক্ষে কোনো পোলিং এজেন্ট খুঁজে cw"Qj না। অবশেষে বাবা আমাকে পোলিং এজেন্ট করলেন। আমার বয়স তখন মাত্র দশ। দশ বছর বয়সের জন্য অবশ্যই এটা একটা মজার অভিজ্ঞতা। অবশ্য পরে '৪৮ সালের আরেকটা নির্বাচনেও আমি পোলিং এজেন্ট হয়েছিলাম।

২০০০ : আপনার বিনোদন কী?

শওকত আলী : আমার কোনো বিনোদন নেই। মাঝে মাঝে টিভিতে পুরোনো হিন্দি সিনেমা দেখি। আগে রেডিও শোনা হত, এখন আর শুনি না। চোখে ভাল দেখতে পাই না আর বেশিক্ষণ পড়লে মাথা ধরে বলে পত্রিকা পড়ি না। তারপরও তোমাদের পত্রিকাটা আর প্রথম আলো পড়ি। তাছাড়া নাতি-নাতনিদের সাথে ছেলেমানুষি ঢংয়ে খেলা করি। রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনি। এভাবেই দিনটা আমার কেটে যায়।

২০০০ : শখ?

শওকত আলী : মাঝে মাঝে রান্না করতে B"Qv করে। তেমন আহামরি কিছু না। এই একটু ভেজিটেবল, ছোটমাছ, চিংড়ি এইসব। মাঝে মাঝে মুর্গামুসাল্লাম রাঁধি। আমার ¯x আমাকে এই রান্নাটা শিখিয়েছিলেন। আমার মনে আছে মুনীর চৌধুরী খুব ভাল রান্না করতেন। তারপর প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, অজিতগুহ এরাও ভাল রান্না করতেন।

২০০০ : এখন কী লিখছেন?

শওকত আলী : স্মৃতিকথা লেখা আরম্ভ করেছি। লেখক শিবিরের পত্রিকা ÔZYgjÔ-এ ওটা ছাপা হবে।

২০০০ : সাম্প্রতিক কালের লেখকদের লেখা কেমন বুঝছেন?

শওকত আলী : তেমন ভাল লেখা চোখে পড়ছে না। ûgvq‡bi প্রথমদিকের লেখাগুলো খুব ভাল ছিল। তাছাড়া এখন পড়া কমিয়ে দিয়েছি, সবার m¤ú‡K জানিও না।

২০০০ : আপনি কী ঔপন্যাসিক শওকত আলীই হতে চেয়েছিলেন, নাকি অন্য কোনো বাসনা ছিল?

শওকত আলী : আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই। আমি বোধহয় লেখক হবার B"QvUvB মনের গভীরে লালন করতাম।